দর্শনা প্রতিবন্ধী স্কুল পরিদর্শন করলেন সমাজ সেবা অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক

চুয়াডাঙ্গার দর্শনায় প্রতিবন্ধী স্কুল পরিদর্শন করলেন সমাজ সেবা অধিদপ্তর চুয়াডাঙ্গা এর উপ-পরিচালক সিদ্দিকা সোহেলী রশীদ। আজ সোমবার দুপুরে তিনি দর্শনা পৌরসভার বিশেষ শিক্ষা প্রতিবন্ধীদের বিদ্যালয় পরিদর্শন করেন।

দর্শনা পৌর এলাকার রামনগরে অবস্থিত প্রতিবন্ধী স্কুল পরিদর্শনকালে তিনি বলেন, প্রতিবন্ধীরা সমাজের বোঝা নয় বরং তারা দেশের সম্পদ। তারা বেড়ে ওঠার সকল সুযোগ সুবিধা পেলে প্রতিবন্ধী শিশুরাও দেশ ও সমাজের সম্পদে পরিণত হতে পারবে। তিনি আরও বলেন, প্রতিবন্ধীদের শিক্ষিত ও প্রতিবন্ধিতার ধরন অনুযায়ী দক্ষ করে গড়ে তুললে তারাও জাতীয় অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারবে।

২০১৪ সালে একযোগে সারাদেশে প্রতিবন্ধীদের শিক্ষার আলোয় আলোকিত করতে সমাজসেবা অধিদপ্তর দ্বারা পরিচালিত বিশেষ শিক্ষা (প্রতিবন্ধী) বিদ্যালয় সারা দেশে প্রতিষ্ঠিত হয়। তারই অংশ হিসাবে দর্শনায় প্রতিষ্ঠিত বিশেষ শিক্ষা (প্রতিবন্ধী) বিদ্যালয়ে অগ্রগতি, কার্যক্রম দেখতে পরিদর্শনে আসেন।

অতিথিদের আগমনে বিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকা ও ছাত্র-ছাত্রীরা ফুল দিয়ে তাকে বরণ করে নেন। এরপর অতিথিদয় ক্লাসরুমের কার্যক্রম ঘুরে ঘুরে দেখেন এবং ছাত্র ছাত্রীদের সাথে কথা বলে সন্তোষ প্রকাশ করেন। পরে তিনি শিক্ষকদের সাথে মতবিনিময় ও আলোচনা সভা করেন। বিদ্যালয়ের বিভিন্ন অগ্রগতি, সুফল ও সমস্যার কথা শোনেন এবং বিদ্যালয়ের সমস্যা গুলো অতিসত্বর সমাধানের আশ্বাস দেন। সেই সাথে খুব দ্রুত প্রতিষ্ঠানটি এমপিও ভুক্ত’র আওতায় আসবে বলে আশ্বস্ত করেন, চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রতিবন্ধী সাহায্য সেবা কেন্দ্র’র কর্মকর্তা আনোয়ার ইসলাম। এসময় আরও উপস্থিত ছিলেন, চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রতিবন্ধী সাহায্য সেবা কেন্দ্র’র কনসালট্যান্ট ডাঃ মোঃ নুর আলম আকাশ।

শিক্ষা শিক্ষা শিক্ষা চাই, শিক্ষার কোন বয়স নাই, শিক্ষা ছাড়া গতি নাই” এই স্লোগানকে সামনে রেখে স্বপ্ন ছোঁয়া পলাশ সামাজিক

উন্নয়ন সংস্থার পরিচালনায় এই বিদ্যালয়টি হাঁটি হাঁটি পা পা করে সমাজের পিছিয়ে পড়া প্রতিবন্ধীদের নিয়ে এগিয়ে চলেছে সুদৃঢ় পথ। এই প্রতিষ্ঠানের একঝাঁক নবীন-প্রবীন শিক্ষক এবং শিক্ষিকার অক্লান্ত পরিশ্রমে এগিয়ে চলেছে দুর্বার।

এসময় আরও উপস্থিত ছিলেন, দর্শনা পৌর বিশেষ শিক্ষা প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা শিরিনা আখতার, বিদ্যালয় ম্যানেজিং কমিটির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি আঃ কাদের, সিনিয়র শিক্ষিকা শাহিনুর আক্তার, সহকারী শিক্ষক- মৌসুমী আক্তার, হাফিজুর রহমান, নাসরিন নাহার, হাবিবুর রহমান, শিলা খাতুন, রেমী খাতুন, সিমা পারভীন, আশরাফিয়া, শারমিন সুলতান, সারা খাতুন, আকলিমা খাতুন, শিক্ষা সহায়ক- নাজমা জামান, রুপালি খাতুন, শিউলি খাতুন, ইকলাচ উদ্দিন, নৈশ প্রহরী শ্রী সুফল বিশ্বাস সহ অভিভাবক ও ছাত্র-ছাত্রী বৃন্দ।

ভারতের মেদিনীপুরে ৫দিন ওরশ শেষে দেশে ফিরলো বাংলাদেশের বিশেষ ট্রেন

দর্শনা, ভারতের মেদিনীপুরের হুজুর পাকের রওজা মোবারকে ৫দিন ওরশ শেষে বিশেষ স্পেশাল ট্রেনটি বাংলাদেশে ফিরছে।

আজ সোমবার (১৯ ফেব্রয়ারি) দুপুরে চুয়াডাঙ্গার দর্শনা আন্তর্জাতিক রেলপথ দিয়ে ফিরে এসেছে।

দর্শনা আন্তর্জাতিক রেল স্টেশন ম্যানেজার কামরুল ইসলাম ও দর্শনা চেকপোস্ট ইমিগ্রেশন ইনচার্জ আতিক হাসান জানান, প্রতি বছরের মতো এবারো স্পেশাল ট্রেনটি ২৪টি বগিতে ২২৬৩ জন যাত্রী নিয়ে গত বুধবার ভারতের পশ্চিম বঙ্গের মেদিনীপুর জোড়া মসজিদে হযরত আব্দুল কাদের জিলানী (রা.) এর বংশধর হযরত আল বাগদাদী আল মেদিনীপুরী (আ.) মশহুর নাম ‘মওলাপাক’ এর পবিত্র ওরশ শরীফের ১২৩ তম ওরশ অনুষ্ঠিত হয়।

এদের মধ্যে পুরুষ যাত্রী ১৩২৫,মহিলা ৮৫৪,শিশু ৮৪ জন মোট ২২৬৩ জন ওরশ শরীফে যোগ দেয়।

১৮ ফেব্রয়ারি রবিবার ওরশের বয়ানের পর ভোরে বিশেষ দোয়া শেষে রওনা হয়। সোমবার (১৯ ফেব্রয়ারি) সন্ধা সাড়ে ৬ টার দিকে স্পেশাল ট্রেনটি দর্শন দর্শনা রেল স্টেশনে পৌছায়। উলেখ্য গত ১৫ ফেব্রুয়ারি সকাল ১০ টার দিকে এ বিশেষ ট্রেনটি ভারতের উদ্দ্যেশে রওনা দেয়।

বাংলাদেশ ও ভারত সরকার যৌথভাবে ১৯০২ সাল থেকে এই ওরশকে ঘিরে এ ট্রেনটি চলাচলের ব্যবস্থা করে আসছে।

তিনি বলেন, বড়পীর আব্দুল কাদের জিলানীর বংশধরদের নৈকট্য লাভ, তাদের এক নজর দেখতে ও পূণ্য লাভের আশায় প্রতিবছর এই দিনে মেদিনীপুরে যান ভক্তরা। ওই ওরশের সঙ্গে মিল রেখে একইদিন রাজবাড়ীর বড় মসজিদ খানকা শরীফে নানা আনুষ্ঠানিকতা হয়। পীরের ভক্তরা এতে যোগ দেন।

ওরশে যোগদানের জন্য ভারত সরকারের সুপারিশ ও বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতায় ভারতীয় দূতাবাস বিশেষভাবে ভিসা দিয়ে থাকেন বলে জানান আজিজ কাদেরী।

দামুড়হুদায় প্রশাসনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে দেশের সম্পদ লুটপাট

দামুড়হুদা উপজেলার দর্শনা টু মুজিবনগর মহাসড়কের পাশে থাকা সরকারি গাছের ডাল এবং গাছ কেটে দিনে দুপুরে পাঁচার হয়ে যাচ্ছে যেন দেখার কেউ নেই। প্রশাসনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে দেশের সম্পদ লুটপাট করে খাচ্ছে।

হাউলী ইউনিয়নের রুদ্রনগর গ্রামের মজিদের ছেলে মোঃ বিল্লাল হোসেন (৪০) নামের এই তরতাজা যুবক দেশের সম্পদ জনগণের সম্পদ

লুটপাট করে খাচ্ছে। সে এবং তার কিছু সঙ্গ পাঙ্গ।

সরজমিনে খোঁজ খবর নিয়ে জানা যায় সে পেশায় একজন দেশের সম্পদ জনগণের সম্পদ আত্মসাৎ কারী। যেখানে সরকারি মালামাল আছে সেখানে তার লুটপাট আছে। আর তাঁর পাশাপাশি লোক দেখানো পাখিভ্যান চালিয়ে মানুষকে দেখায় আমি সৎ উপার্জন করি। আসলে তিনি সৎ উপার্জন করেন না, তিনি অসৎ কাজে লিপ্ত থাকে এমনকি দুষ্টু পানি, কোমলপানিসহ, নানা ধরনের মাদকদ্রব্যে আসক্ত গ্রামের লোকজনের সাথে ভালো সম্পর্ক নাই এমনকি যাবতীয় দুষ্ট পানি পান করে গ্রামের লোকজনের সাথে দাঙ্গামা হাঙ্গামা করে, তাঁর ভয়ে গ্রামের কেউ কথা বলার সাহস পায় না ।

তিনাকে গ্রামের লোকজন বাঁধা দিতে গেলে তিনি বলেন আমি কাউকে তোয়াক্কা করি না, আমার ভাই অমক আমার ভাই তমুক আমার পিছনে বড় বড় লোকের হাত আছে। এমনকি আমি প্রশাসন কেউও তোয়াক্কা করি না। আমি জেল জরিমানার ও ভয় করি না, জেলখানা আমার শশুর বাড়ির মতো, সকালে গেলে বিকালে বাড়ি চলে আসবো ইত্যাদি ইত্যাদি ।

বিষয়টি দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও প্রশাসনের সকল কর্মকর্তা কে বিশেষ ভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ জানাচ্ছি দেশদ্রোহী বিশ্বাসঘাতকদের আইনের আওতায় এনে দৃষ্টান্ত মূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছেন এলাকাবাসীসহ সচেতন মহল।

দামুড়হুদায় ৪৬ বোতল ফেন্সিডিলসহ মাদক ব্যবসায়ী আটক

দামুড়হুদায় মাদকবিরোধী বিশেষ অভিযান চালিয়ে ৪৬ বোতল ফেনসিডিলসহ একটি পিকআপ আটক করেছে পুলিশ। এ সময় মেহেরপুর জেলার মুজিবনগর উপজেলার জয়পুর গ্রামের নোয়াজ্জেস মিয়ার ছেলে মাসুদ রানাকে (৪৫) আটক করা হয়।গতকাল রোববার (১৮ ফেব্রুয়ারি) রাত ১১টার দিকে এ অভিযান চালায় পুলিশ।

চুয়াডাঙ্গা পুলিশ সুপার আরএম ফয়জুর রহমান এক প্রেসবিজ্ঞপ্তিতে

জানান, গতকাল রোববার গোপন সংবাদের ভিত্তিতে দামুড়হুদা মডেল থানার ওসি আলমগীর কবিরের নেতৃত্বে কার্পাসডাঙ্গা ক্যাম্পের একদল পুলিশ মাদকবিরোধী বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে। এ সময় রাত সাড়ে ১১টার দিকে কানাইডাঙ্গা গ্রামের কবরস্থান মোড়ে সুবলপুরগামী পাকা রাস্তার ওপর হতে ৪৫ বোতল ফেনসিডিল ও একটি পিকআপসহ মাসুদ রানাকে আটক করা হয়।

দামুড়হুদা মডেল থানার ওসি আলমগীর কবির জানান, আটককৃত আসামির বিরুদ্ধে দামুড়হুদা মডেল থানায় মাদক আইনে নিয়মিত মামলা রুজু করা হয়েছে।

আলমডাঙ্গায় ট্রাকের চাকায় পিষ্ট হয়ে স্ত্রী নিহত, স্বামী-ছেলে আহত

আলমডাঙ্গায় ট্রাকের চাকায় পিষ্ট হয়ে আনজিরা খাতুন (৩৫) নামের এক গৃহবধূ নিহত হয়েছেন। এতে তার স্বামী ভ্যান চালক হামিদুল ইসলাম
(৪১) ও ছেলে আশরাফুল ইসলাম (৮) গুরুতর আহত হয়েছেন।

আজ সোমবার বেলা সাড়ে ১১ টার দিকে উপজেলা সদরের কালিদাসপুর ব্রিজ মোড় এলাকার সড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত ও আহতরা মিরপুর থানাধীন আমবাড়িয়া গ্রামের বাসিন্দা। এছাড়া দুর্ঘটনাস্থল থেকে এলাকাবাসী ট্রাক ও চালককে আটক করে পুলিশে সোপর্দ করেছে। ট্রাক চালক আক্তারুজ্জামান দর্শনা থানাধীন পুরাতন বাজার এলাকার বাসিন্দা।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, সোমবার সকালে উপজেলার কালিদাসপুর ইউনিয়নের পশ্চিমপাড়া এলাকায় ব্যাটারিচালিত ভ্যান যোগে স্বামী,স্ত্রী ও ছেলে নিয়ে এক বাড়িতে দুধ বিক্রি করতে যান। সেখান থেকে ফেরার পথে আলমডাঙ্গা-কুষ্টিয়া আঞ্চলিক সড়কে উঠতেই বালু বোঝাই ট্রাকের ধাক্কা লাগে। এসময় ছিটকে ট্রাকের চাকার নিচে পড়ে গৃহবধূ আনজিরা। ঘটনাস্থলে পিষ্ট হয়ে ওই নারীর মৃত্যু হয়। এতে গুরুত্বর আহত হয়েছে স্বামী হামিদুল ও ছেলে আশরাফুল। পরে

এলাকাবাসী তাদের উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আলমডাঙ্গা থানাপুলিশ ও ফায়ারসার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের কর্মীরা নিহত গৃহবধূর লাশের সুরতহাল রিপোর্ট সংগ্রহ করে।

ফায়ারসার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের অপারেশন অফিসার আব্দুল্লাহ আল মামুন জানান, খবর পেয়ে দ্রুত দুর্ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। ঘটনাস্থলে এক নারীর মৃত্যু হয়েছে। লাশের ছিন্নভিন্ন অংশগুলো সংগ্রহ করে পুলিশ হেফাজতে দেবার প্রস্তুতি চলছে।

আলমডাঙ্গা থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) বিকাশ কুমার জানান, ট্রাকের চাকায় এক গৃহবধূ নিহত হয়েছে। তার স্বামী ও ছেলেকে উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্যকমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে। দুর্ঘটনা কবলিত ট্রাক ও চালককে আটক করা হয়েছে।

দামুড়হুদায় প্রাণিসম্পদ ও ডেইরী উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রকল্প যেনতেন ভাবে সমাপ্ত

দামুড়হুদায় বিশ্ব ব্যাংকের অর্থায়নে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের আওতাধীন প্রাণিসম্পদ ও ডেইরী উন্নয়ন প্রকল্প (এলডিডিপি) কর্তৃক উপজেলা পর্যায়ে পিজি নন পিজি ফার্মারদের (PG Non-PG Farmer) প্রশিক্ষণ যেনতেন ভাবে সমাপ্ত করে বরাদ্দকৃত অর্থের প্রায় অর্ধেক টাকা পকেটস্থ করেছে বলে অভিযোগ উঠেছে উপজেলা প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর কর্মকর্তা নীলিমা আক্তার হ্যাপির বিরুদ্ধে।

দামুড়হুদা প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর কর্মকর্তা কৃষিবিদ নীলিমা আক্তার হ্যাপি এ অভিযোগ অস্বীকার করেছেন।

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্পর (এলডিডিপি) এই প্রশিক্ষন গত ১২ ফেব্রুয়ারী সমাপ্ত করেন উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের একটি সূত্র জানায়, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের নির্দেশনা মোতাবেক দামুড়হুদা উপজেলার ৮ টি ইউনিয়ন ও একটি পৌর এলাকার পিজি ও নন পিজি ফার্মারদের (PG Non-PG Farmer) মধ্যে নির্বাচিত ৪০০ জনকে ১০ ভাগে বিভক্ত করে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। দামুড়হুদা উপজেলার দর্শনায় অবস্থিত উপজেলা প্রাণীসম্পদ দপ্তর ও ভেটেরিনারি হাসপাতালের ৩য় তলায় এই প্রশিক্ষণ দেওয়ার ব্যবস্থা করে দামুড়হুদা প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর।

৪০ জনের এই গ্রুপ সংশ্লিষ্ঠ ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানদের সাথে পরামর্শ করে করার কথা থাকলেও চেয়ারম্যানদের সাথে কোন পরামর্শ না করে নিজেদের ইচ্ছা মত ভূয়া নাম ঠিকানার ৪০ মহিলা ও পুরুষদের নিয়ে গ্রুপ গঠন করেছে।

সরেজমিনে গত ৭ ফেব্রুয়ারী দুপুর ১২ টায় প্রশিক্ষণস্থল উপজেলার দর্শনায় অবস্থিত উপজেলা প্রাণীসম্পদ দপ্তর ও ভেটেরিনারি হাসপাতালের ৩য় তলায় গিয়ে দেখা যায়, ৩৭ জন নারী ও ৩ জন পুরুষ (নারীদের বহন করা অটোরিক্সার চালক) প্রশিক্ষণ নিচ্ছে। প্রশিক্ষনার্থীরা কোন ইউনিয়নের জিজ্ঞাসা করলে জানানো হয় নাটুদহ ইউনিয়নের। দুপুর সাড়ে ১২ টার সময় প্রশিক্ষনার্থীদের কাছে জানতে চাওয়া হয়, তারা সকালে নাস্তা পেয়েছে কি না। উত্তরে সকলে জানায় তারা কোন নাস্তা পায়নি। এমনকি ওই সময় পর্যন্ত এসব প্রশিক্ষনার্থীদেরকে দেওয়া হয়নি কোন সরঞ্জাম। কথাবার্তার এক ফাঁকে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর কর্মকর্তা কৃষিবিদ নীলিমা আক্তার হ্যাপি তার অফিস সহায়কদেরকে বলেন এখনই সবাইকে প্রশিক্ষণ সরঞ্জামাদি দিয়ে দাও। তখন দ্রুত ২৫০ থেকে ৩০০ টাকার সরঞ্জামাদি প্রশিক্ষনার্থীদেরকে দেওয়া হয়। আর নাস্তা ও খাবার দেওয়া হয় ১দিনে সর্বোচ্চ ২০০ টাকা থেকে ২৫০ টাকার।

দামুড়হুদা সদর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান হযরত আলী জানান, এই প্রশিক্ষণের বিষয়ে আমি কিছু জানিনা। আমার কাছথেকে নামের কোন তালিকাও নেওয়া হয়নি।

প্রশিক্ষণে অংশ নেওয়া প্রশিক্ষনার্থীদের প্রত্যকে ২দিনের জন্য বরাদ্দ আছে, যাতায়াত বাবদ ১ হাজার টাকা, সকালে নাস্তা, দুপুরের খাওয়া, বিকেলের নাস্তা বাবদ ১ হাজার টাকা ও প্রশিক্ষন সরঞ্জাম ৭’শ টাকা, প্রশিক্ষকদের ২ হাজার টাকা ও সহায়কদেরকে ১ হাজার টাকা। সর্বমোট ২০ দিনে উল্লেখিত এসব খাতে বরাদ্দকৃত ১৩ লাখ টাকা ব্যায়

করতে হবে।

কিন্তু দামুড়হুদা উপজেলা প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর কর্মকর্তা কৃষিবিদ নীলিমা আক্তার হ্যাপি তা না করিয়ে যেনতেন ভাবে অধিকাংশ গ্রুপকে ২ দিনের স্থলে নাম মাত্র ১ দিন ৩ ঘন্টা (সকাল ১০ টা থেকে ১ টা পর্যন্ত) করে প্রশিক্ষণ করিয়ে ২ দিনের উপস্থিতি শীটে স্বাক্ষর নেন। প্রশিক্ষন সরঞ্জামাদি দেওয়া হয়নি একাধিক গ্রুপকে।

ফলে সরকার ও বিশ্ব ব্যাংকের প্রকৃত উদ্দেশ্য একদিকে যেমন সফল হয়নি, অন্যদিকে বরাকৃত টাকা হয়েছে পকেটস্থ।

এভাবেই প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্পর (এলডিডিপি) এই প্রশিক্ষণ কর্মশালা গত ১২ ফেব্রুয়ারী সমাপ্ত করেন উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা কৃষিবিদ নীলিমা আক্তার হ্যাপি।

এছাড়া তিনি প্রতিদিন অফিসে আসেন বেলা ১১/১২ টায়। অফিসের মোবাইল ভেটেনারি ক্লিনিক গাড়িটি তিনি খামারীদের কাছে ব্যবহার না করে ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার ও বাড়ি যাওয়া আসা কাজে ব্যবহার করেন। এখানে সব অনিয়মই যেন নিয়মে পরিনত হয়েছে।

দামুড়হুদা প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর কর্মকর্তা কৃষিবিদ নীলিমা আক্তার হ্যাপি এ অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, নিয়ম মেনে আমি খুব ভাল প্রশিক্ষণ করিয়েছি। তার পরও জানিনা কেন কি কারণে কে বা কারা সংবাদিকদের মিথ্যে তথ্য দিয়ে আমাকে বিব্রত করছে।

এসব অভিযোগের বিষয়ে চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রণিসম্পদ কর্মকর্তা ডা. শেখ মোঃ মশিউর রহমান জানান, উপজেলা পর্যায়ে পিজি নন পিজি ফার্মারদের (PG Non-PG Farmer) প্রশিক্ষণের বরাদ্দ সরাসরি উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তার কাছে পাঠিয়েছি। সে কারণে এই প্রশিক্ষণ বা কর্মশালার বিষয়ে আমি খোজ খবর রাখি না। তবে কোন অভিযোগ উঠলে তা কঠোরভাবে তদন্ত করে দেখা হবে। তদন্তে দূর্ণিতীর প্রমান পাওয়া গেলে সংশ্লিষ্ঠ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

দর্শনা পৌরসভায় শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন উপলক্ষে প্রস্তুতি সভা

দর্শনা পৌরসভায় একুশে ফেব্রুয়ারি জাতীয় শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন উপলক্ষে প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল রবিবার সকাল ১১ টার দিকে দর্শনা পৌরসভার আয়োজনে দর্শনা পৌরসভার হল রুমে অনুষ্টিত প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয়।

দর্শনা পৌর মেয়র আতিয়ার রহমান হাবু সভাপতিত্বে প্রধান অতিথী হিসাবে উপস্থিত ছিলেন দর্শনা সরকারী কলেজের উপাধ্যক্ষ মফিজুর রজমান।

এসময় উপস্থিত ছিলেন বীর মুক্তিযুদ্ধো রুস্তম আলী, বীর মুক্তিযোদ্ধা এরশাদ আলী মাষ্টার, বীর মুক্তিযুদ্ধা রেজাউল করিম সবুর, নাগরিক কমিটির আহবাহক গোলাম ফারুক আরিফ, দর্শনা ডি এস মাদ্রাসার ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ শফিউদ্দিন, সমাজ সেবক জাহিদুল ইসলাম, পৌর প্যালেন মেয়র রবিউল হক সুমনের।

কাউন্সিলার এনামুল হকের উপস্থাপনায়, আরও আলোচনা করেন, দর্শনা রেল বাজার দোকান মালিক সমিতির সভাপতি টিপু সুলতান, দর্শনা গনউন্নয়ন গ্রন্থগারের পরিচালক আবু সুফিয়ান,পৃর্ব রামনগরের প্রধান শিক্ষক হারুন অর রশিদ,দর্শনা পৌরসভার কর্মকর্তা কর্মচারী বৃন্দু প্রমুখ।

জীবননগরে বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিটে একজনের মৃত্যু

জীবননগরে বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিটে একজনের মৃত্যু হয়েছে। গতকাল রবিবার বিকাল ৫ টার সময় জীবননগর পৌরসভার ০৯ নং ওয়ার্ডের নতুন

তেতুলিয়া গ্রাম এ ঘটনা ঘটে।

নিহত মোঃ আরিফুল হক (৩০) নতুন তেতুলিয়া গ্রামের মোঃ মোজাম্মেল হকের ছেলে। নিহতর পরিবার সুত্রে জানা গেছে, নিহত আরিফুল হক তার নিজ বাড়ীতে ঘরের ভেতর বৈদ্যুতিক কাজ করতে গিয়ে অসাবধানতাবশত সক লেগে মাটিতে পড়ে অজ্ঞান হয়ে যায়। বাড়ীর লোকজন বিষয়টি টের পেয়ে তাৎক্ষণিক তাকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য জীবননগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

জীবননগর পৌর সভার ৯নং ওয়াড কাউন্সিলার মোঃমতিয়ার রহমান ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেন।

জীবননগর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) এস,এম জাবীদ হাসান ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, নিহত আরিফুল তার নিজ বাড়িতে বৈদ্যুতিক লাইনের কাজ করছিল এ সময় অসাবধানবশত বৈদ্যুতিক শর্ট-সার্কিটে তার মৃত্যু হয়েছে। এ ঘটনায় জীবননগর থানায় একটা অপমৃত্যু মামলা হয়েছে।

দর্শনায় ফেনসিডিলসহ গ্রেফতার ১

চুয়াডাঙ্গা জেলার দর্শনা থানার আকন্দবাড়িয়া রায়পাড়ার ইমরান হোসেন পিল্টু (২৮) কে ১২ বোতল ফেনসিডিলসহ গ্রেফতার করেছে।

গ্রেফতারকৃত পিল্টু দর্শনা থানার বেগমপুর ইউনিয়নের আকন্দবাড়িয়া রায়পড়ার ইস্রাফিলের ছেলে।

জানাযায়, আজ রবিবার বিকেল সাড়ে ৩ টার দিকে দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ বিপ্লব কুমার সাহার নেতৃত্বে অভিযান চালায় দর্শনা আলহেরা স্কুলের পিছনে।

এ সময় দর্শনা থানার এস আই ফাহিম হোসেন গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সঙ্গীয় ফোর্সসহ অভিযান চালিয়ে দক্ষিণ চাঁদপুর গ্রামের সামাদের ভুট্টা ক্ষেতের ভিতর থেকে ইমরান হোসেন পিল্টুকে ১২ বোতল ফেনসিডিলসহ গ্রেফতার করে।

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [